২৭।৫।২০০২

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ১-৬

দৈনিক ইত্তেফাক

# মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর বিরুদ্ধে বেপরোয়া দুর্নীতির অভিযোগ

সাহাবুল হক ॥ দেশের একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এখন দুর্নীতির নিগড়ে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় তিন দশক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বোর্ডের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন বোর্ডের কর্মচারীরা। তাহাদের ইঙ্গিত ছাড়া বোর্ডের কোন কাজ হয় না। সাধারণ একটি কাজের জন্য বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতে হয়। রাজধানী ঢাকার বকশীবাজারে আড়াই একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মচারী সমিতির নেতারা ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সহিত মিতালী করিয়া (১৩শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## মাদ্রাসা শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

টেন্ডারবাজি, ভুয়া ভর্তি এবং টাকার বিনিময়ে তদবিরের কাজ করিয়া থাকেন। এইসব বিষয় লইয়া মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত কর্মচারীদের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছিয়াছে।

বোর্ড সূত্র জানায়, গত ফেব্রুয়ারী মাসে বোর্ডের স্টোররুম হইতে কর্তৃপক্ষ প্রায় ২ কোটি টাকার জিনিসপত্র উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মালামালের মধ্য রহিয়াছে ৩২০টি ট্রাংক, ৯টি স্টীল আলমারি, আড়াইশতের মত অব্যবহৃত উদ্ধারপত্র, ২ লক্ষের বেশী লেমিনেটেড ও আলেমিনেটেড বড় বস্তা, ৩ লক্ষ এনভেলপ, দেড়শত মণ নষ্ট হইয়া যাওয়া পরীক্ষার খাতাসহ বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম। এই সকল জিনিসপত্র বোর্ডের কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষকে অবগত না করিয়া স্টোররুমে রাখিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার অতিরিক্ত উত্তরপত্র ছাপানোসহ বিপুল স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় করিত। বৎসর বৎসর এইভাবে অতিরিক্ত জিনিসপত্র ক্রয় করিত এবং বাঁচিয়া যাওয়া জিনিসপত্র স্টোররুমে রাখিত। এগুলির কোন রেকর্ড বোর্ডে থাকিত না। কর্মচারীরা পরে সুযোগ বুঝিয়া চুপিসারে বাহিরে বিক্রি করিত বলিয়া জানা যায়। এই ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন।

বোর্ড সূত্র হইতে জানা যায়, গত ১০ বৎসরে বোর্ড কর্তৃক মাদ্রাসাগুলিতে পাঠদানের অনুমতি প্রদান, নবায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আদায়কৃত ফিসের কোটি কোটি টাকার সিডি এবং ডিডি কর্মচারীরা ব্যাংকে জমা না দিয়া নিজেদের কাছে রাখিত। পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়া বিশেষ ব্যবস্থায় সিডি এবং ডিডি ব্যাংকে জমা দিলে প্রায় ১০ কোটি টাকা আয় হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাদ্রাসা বোর্ডের প্রায় ৩৫টি অডিট আপত্তি রহিয়াছে। অডিট আপত্তির অধিকাংশই ছিল নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাত হইতে অর্থ নেওয়া। পরে কর্তৃপক্ষ এইসব পেমেন্ট বন্ধ করিয়া দিলে কর্মচারী ইউনিয়ন বোর্ডে গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর হইতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রায় ১৫ দিন ঐ সময় বোর্ড অচল হইয়া পড়িয়াছিল। কর্মচারীরা কাজ না করায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১০৫ জনের ১৫ দিনের বেতন কর্তন করিয়া নেন। ইহাতে বোর্ড চেয়ারম্যানের সহিত কর্মচারীদের অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, দাখিল পরীক্ষায় ৬০ জন ভুয়া রেজিস্ট্রেশনভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে প্রবেশপত্র দেওয়ার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সেকশন অফিসার শাহাদত হোসেন মিয়াকে গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। শাহাদত হোসেন মিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হইয়াছে এবং অধ্যাপক মনসুরুর রহমানকে আহ্বায়ক করিয়া ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সূত্র জানায়, অভিযুক্ত শাহাদত হোসেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে মোটা অংকের টাকা নিয়া প্রবেশপত্র দিয়াছিলেন।

১৯৯৬ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসরে বোর্ডের ৪ কোটি টাকা ক্ষতিসাধন ও আত্মসাৎ করার অভিযোগে কর্মচারী আবু হানিফ মোঃ রুহুল আমীন, জহিরুল হক, ইমান আলী এবং গোলাম মোস্তাফাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। সাময়িকভাবে বরখাস্তের পরও উক্ত কর্মচারীরা কর্মরত রহিয়াছেন বলিয়া সূত্র জানাইয়াছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পুরাতন এবং দ্বিতল ভবন ভাঙ্গিয়া তদস্থলে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ তলা ভবন নির্মাণের উদ্যোগকেও কর্মচারীরা বাধা দেয়। কর্তৃপক্ষ পি ডব্লিউ ডি'র মাধ্যমে নির্মাণ কাজ করাইতে গেলে কর্মচারীরা দাবী করে টেন্ডার কমিটির মাধ্যমে কাজ করাইতে হইবে। টেন্ডার কমিটি ...

দুই মাস আটক করিয়া রাখিয়াছিল। জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কয়েকবার ব্যাংকের চেকে স্বাক্ষর করাইয়া রাখিয়াছিল। অপর একটি সূত্র জানায়, বর্তমান চেয়ারম্যান আসার পূর্বে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহ মাদ্রাসা বোর্ডে ১ বৎসর ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ডঃ শরীফউল্লাহ এ সময় ঢাকা শিক্ষাবোর্ড নিয়া ব্যস্ত থাকায় মাদ্রাসা বোর্ডে তেমন সময় দিতে পারেন নাই। এই সুযোগে কর্মচারীরা বেপরোয়া হইয়া উঠে এবং সকল কাজ তদারকি করিতে শুরু করে।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ আবু বকর সিদ্দীক বলেন, কর্মচারীদের সকল অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণে তাহারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। আমি অন্যায় কোন কিছু করিতেছি না।